ডাকসু নির্বাচন প্রসঙ্গে শিবির নিয়ে অসত্য তথ্য ছড়ালো বিবিসি বাংলা: ফ্যাক্টচেক

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশিত: ২১:৪৬, ১৯ আগস্ট ২০২৫; আপডেট: ২২:৩৯,
১৯ আগস্ট ২০২৫

ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন্ন ডাকসু নির্বাচন প্রসঙ্গে গতকাল (১৮ আগস্ট) বিবিসি বাংলা 'ডাকসু নির্বাচনে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে শিবিরের প্রার্থী ঘোষণা' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল, যা অসত্য তথ্য হিসেবে দাবি করছে 'দ্য ডিসেন্ট' ম্যাগাজিন। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) 'দ্য ডিসেন্ট' ম্যাগাজিন 'ডাকসু নির্বাচন: অসত্য তথ্য ছড়ালো বিবিসি বাংলা' শিরোনামে একটি ফেসবুক পোস্ট করেছে।

ফ্রান্সভিত্তিক সংবাদ সংস্থা এজেন্সি ফ্রান্স-প্রেস (এএফপি)'র সাবেক বাংলাদেশি ফ্যাক্টচেকার (Bangladesh Editor, AFP Fact Check) এবং 'দ্য ডিসেন্ট' ম্যাগাজিনের সম্পাদক কদরুদ্দিন শিশির 'দ্য ডিসেন্ট' ম্যাগাজিনের ওই ফেসবুক পোস্টটি শেয়ার করেছেন।

ফেসবুক পোস্টে 'দ্য ডিসেন্ট' ম্যাগাজিন লিখেছে, 'গতকাল ১৮ আগস্ট ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে (ডাকসু) মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন। এই দিন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে একাধিক প্যানেল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। অন্যদের মতো ইসলামী ছাত্রশিবিরও পূর্ণাঙ্গ প্যানেলের জন্য মনোনয়ন সংগ্রহ করে এবং ২৮ সদস্যের প্যানেলের নাম ঘোষণা করে।'

"এ নিয়ে বিবিসি বাংলা তাদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে একটি ফটোকার্ড পোস্ট করে, যেখানে লেখা হয়, 'ডাকসু নির্বাচনে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে শিবিরের প্রার্থী ঘোষণা'।"

‘দ্য ডিসেন্ট’ ম্যাগাজিন আরও জানায়, “একই সাথে বিবিসির ওয়েবসাইটে ‘লাইভ’ পাতায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি লেখা হয় এভাবে: ‘ডাকসু নির্বাচনে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে শিবিরের প্রার্থী ঘোষণা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত ইসলামী ছাত্রশিবির। স্বাধীন বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে প্যানেল ঘোষণা দিয়ে ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদে নির্বাচন করতে যাচ্ছে।

এর আগে বিভিন্ন সময়ের নির্বাচনে শিবিরের পক্ষ থেকে গোপনে প্যানেল দেওয়া হলেও প্রকাশ্যে প্রচারণা করতে দেখা যায়নি বলে সেই সময়ের ছাত্রনেতারা জানিয়েছেন।....’”

কিন্তু ‘দ্য ডিসেন্ট’ ম্যাগাজিনের অনুসন্ধান করে জানিয়েছে, ‘ডাকসু নির্বাচনে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে শিবিরের প্রার্থী’ ঘোষণা করার যে তথ্যটি বিবিসি বাংলা দিয়েছে তা অসত্য। প্রকৃতপক্ষে এর আগে একাধিকবার প্রকাশ্যে নিজেদের সংগঠনের ব্যানারে ডাকসু নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল ছাত্রশিবির; যা বিভিন্ন সংবাদসাধ্যমে খবর আকারেও প্রকাশিত হয়েছে।’

‘প্রকাশ্যে শিবিরের ব্যানারে অন্তত তিনটি ডাকসু নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করে অংশ নেয়ার খবর দৈনিক ইত্তেফাকে পাওয়া গেছে।’

‘দ্য ডিসেন্ট’ ম্যাগাজিন জানায়, “১৯৭৯ সালের ২৪ জুলাই ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিনের ইত্তেফাকের প্রথম পাতার চতুর্থ কলামে শিরোনাম করা হয় ‘আজ ডাকসু নির্বাচন’। এই খবরের বাকি অংশ ছাপা হয় ৭ম পাতার ৬ষ্ঠ কলামে লেখা হয়েছে, ‘বাংলাদেশ ছাত্র শিবির থেকে ভিপি পদপ্রার্থী ছিলেন মোহাম্মদ আবু তাহের এবং সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ছিলেন আব্দুল কাদির বাচ্চু’।”

‘দ্য ডিসেন্ট’ ম্যাগাজিন ফেসবুক পোস্টে আরও লেখে, “১৯৮০ সালের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় আরেকটি ডাকসু নির্বাচন। ওইদিনের ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় প্রথম কলামে ‘আজ ডাকসু নির্বাচন’ শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরের বাকি অংশ ছাপা হয় ৮ম পাতার প্রথম কলামে। সেখানে উল্লেখ

করা হয় প্রচারণার অংশ হিসেবে নির্বাচনের আগের দিন ছাত্র শিবির একটি সাইকেল র‍্যালীর আয়োজন করে।"

"এরপর ১৯৯০ সালের ২৭ মে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক 'ডাকসু নির্বাচনে ৩০টি প্যানেল' শিরোনামে প্রথম পাতার ৬ষ্ঠ কলামে মনোনয়ন পত্র জমা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই খবরের পরের অংশ ছাপা হয় শেষ পৃষ্ঠার ১নং কলামে যেখানে বলা হয়েছে, 'ছাত্র শিবিবের পক্ষে ডাকসুর ভিপি পদে মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, জি.এস. পদে মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান ও এ.জি.এস পদে শফিকুল আবন হেলাল মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে'।"

"এছাড়া ১৯৮০ সালের ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষ্যে শিবিরের তৈরি একটি প্রচারণাপত্র সংগ্রহ করে দেখা গেছে তাতে 'তাহের-কাদের পরিষদ'কে 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির' এর প্রার্থী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে।"